



244009 - যবে নারী অনবরত বায়ু বরে হওয়ার রোগে আক্রান্ত, যার কারণে কছিদনি নামায পড়নেনি; তনি
এর পুরতকার জানতে চান

প্রশ্ন

আমি অনবরত বায়ু বরে হওয়ার রোগে আক্রান্ত। এর ফলে এক পর্যায়ে কছিদনি আমি নামায পড়নি। এই ওজর নিয়ে আমি
কভাবে নামায আদায় করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

অনকে নামাযী নর ও নারী শুচবায়ু ও প্রকৃত ‘অনবরত অপবত্রিতা’ এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারনে না। আমরা
আমাদরে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি: সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ যারা অনবরত অপবত্রিতার অভিযোগ করেন তারা আসলে
সংশয় ও শুচবায়ুগ্রস্ত। তাদের মুত্রনালীতে আসলে কছিদ নাই। সক্ষেত্রে তার কর্তব্য হলো এর পুরতকারে সুস্পষ্ট
ফতোয়া তলব করা। যাতে করে সেই ফতোয়ার আলোকে তনি একীন (নশ্চিতি বিষয়)-এর উপর নরিভর করতে পারনে এবং
সংশয়ের দিকে ভরুক্ষেপে না করেনে। এমনকি সংশয়ের সাথে যদি কছিদ বাস্তব বিষয় মশিওে যায় তদুপরিতা ক্ষমারহ; আলহামদু
লিল্লাহ। শুচবায়ু থেকে চকিত্সা নতিে গিয়ে শুচবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তরি কছিদ কসুর হলওে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সজেন্য তাকে
পাকড়াও করবনে না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

দুই:

অনকে মানুষ ‘অনবরত অপবত্রিতা’ অবস্থাটি বুঝার ক্ষত্রে ভুল করেনে। তাই কটে কটে ধারণা করেনে যে, যদি তার থেকে
কোন নাপাকি নরিগত হয় কথিবা অনুভব করা ছাড়া কছিদ বাতাস বরেয়ে পড়ে এর কারণে সেই ব্যক্তি ‘অনবরত
অপবত্রিতাগ্রস্ত রোগীর’ সুবধিগুলো গ্রহণ করতে পারনে। এটি যথাযথ ফকিহ (বুঝ) নয়। সঠিকি হল মুসল্লা যদি সুনরিদষ্টি
নয়িতানত্রকি এমন কোন সময় পান (এমনকি সটো অল্প হলওে) যাতে তার প্রবল ধারণা হয় যে, এ সময়টিতে পশোব বা বায়ু
তার অনচ্ছায় বরে হয় না তাহলে তার উপর ওয়াজবি দরৌ করে সে সময়টিতে নামায আদায় করা এবং সে সময় নামাযরে জন্য
ওযু করা এবং পরপূর্ণভাবে নামাযটি আদায় করা। পক্ষান্তরে কটে যদি ধারণা করেনে যে, দনি দুইবার বা তনিবার নয়িত্রণ
ছাড়া পশোব বরে হওয়া কথিবা এখতয়ার ছাড়া একবার বা কয়কেবার বায়ু বরে হওয়ার মাধ্যমে তনি ‘অনবরত অপবত্রিতায়



আক্রান্ত' ব্যক্তির সুযোগগুলো গ্রহণ করার উপযুক্ত হবনে তাহলে এটা ভুল ধারণা। ওজরগ্রস্বত হচ্ছনে ঐ ব্যক্তি যার হাদাছ (অপবিত্রতা) থামে না। যিনি নিামাযটি শেষে করার মত সময় পান না এর মধ্যে অনিয়ন্ত্রতিভাবে হাদাছ (অপবিত্রতা) ঘটবে যায়। কথিবা নিয়মতান্ত্রিকিভাবে এমন কোন সময় পান না যে সময়টিতে এই অবস্থা স্থগতি হওয়ার আশা করা যায়; যে সময়ে তিনি নিামায পড়তে পারবেন।

ইবনে নুজাইম হানাফি বলেন:

“ইস্তহিয়া ও ওজরগ্রস্বত ব্যক্তির হুকুম বলবৎ থাকবে যদি এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতবাহিত হয়ে যায়; কনিতু তারা যে অপবিত্রতার শিকার হয়েছে সেটি অল্প হলওে বদ্যমান থাকে।”[আল-বাহরুর রায়কে (১/২২৮)]

পক্ষান্তরে মালকে মাযহাবে কিছুটা শথিলিতা রয়েছে; তারা বলেন:

১। যদি অর্ধকে বা তদূর্ধ সময় জুড়ে হাদাছ (অপবিত্রতা) অনিয়ন্ত্রতি থাকে তাহলে ওয়ু ভঙ্গ হবো না; তবে ওয়ু করা মুস্তাহাব হবো।

২। আর যদি অর্ধকেরে কম সময় জুড়ে অনিয়ন্ত্রতি থাকে তাহলে এর দ্বারা ওয়ু নষ্ট হয়ে যাবে।

শাইখ আল-দরিদরি বলেন:

এমন ‘অনবরত অপবিত্রতা’ দ্বারা ওয়ু নষ্ট হবো যা বেশেরিভাগ সময় স্থগতি থাকে; কম সময় চলমান থাকে। আর যদি অর্ধকে সময় জুড়ে চলমান থাকে তাহলে ওয়ু নষ্ট হবো না (বেশেরিভাগ সময় বা গোটো সময় জুড়ে চলমান থাকলে তো আরও অধিক যুক্তযুক্তভাবে নষ্ট হবো না)।[সমাপ্ত]

দুসুকি পাদটীকাতো বলেন: “গ্রন্থকার ‘অনবরত অপবিত্রতা’ কে নরিদষ্টি করনেনি; যাতো করে পশোবরে অপবিত্রতা, পায়খানার অপবিত্রতা, বায়ুত্যাগরে অপবিত্রতা এবং বীর্য, মজ্জি ও ওদরি মত অপবিত্রতাগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

জনে রাখুন, গ্রন্থকার ‘অনবরত অপবিত্রতা’-র ক্ষতেরে যে বিভাজন করছেন সেটো মাগরবীদরে পদ্ধতি এবং মাযহাবে এটি প্রসদিধ। আর মাযহাবরে ইরাকী আলমেগণরে মতে, ‘অনবরত অপবিত্রতা’ দ্বারা সাধারণভাবে ওয়ু নষ্ট হবো না। সর্ববোচ্চ ওয়ু করা মুস্তাহাব হতে পারে; যদি গোটো সময়টা জুড়ে অপবিত্রতা চলমান না থাকে। আর যদি গোটো সময়টা জুড়ে অপবিত্রতা চলমান থাকে তাহলে ওয়ু করা মুস্তাহাব হবো না।”[হাশিয়াতুদ দুসুকি (১/১১৬-১১৭) থেকে সমাপ্ত]

ইমাম নববী বলেন:

“যদি ওয়ু করার পর রক্ত শুকিয়ে যায় এবং রক্ত বন্ধ হয়ে আবার ফরিয়ে আসার পূর্বাভাস তার না থাকে কথিবা অভ্যাস



থাকলেও রক্ত বন্ধ থাকার সময়টি ওয়ু করা ও নামায় পড়ার জন্য যথেষ্ট হয়: তাহলে ওয়ু করা ওয়াজবি।”[মুগনলি মুহতাজ (১/২৮৩)]

ইবনে কুদামা বলেন:

“যদি তার অভ্যাসে এমন থাকে যে, রক্ত এতটুকু সময় বন্ধ থাকে যে সময়টুকু পবিত্রতা অর্জন ও নামায় আদায় করার জন্য যথেষ্ট তাহলে রক্ত চলমান থাকা অবস্থায় নামায় পড়বে না; বরং বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করবে। তবে যদি ওয়াক্ত বরিয়ে যাওয়ার আশংকা করে তাহলে ওয়ু করে নামায় পড়ে নব্বি।”[আল-মুগনী (১/২৫০)]

সারাংশ:

যদি আপনার এমন অভ্যাস থাকে যে, হাদাছ (অপবিত্রতা) এতটুকু সময় স্থগতি থাকে যার মধ্যে নামায় আদায় করার জন্য যথেষ্ট তাহলে আপনার উপর আবশ্যিক হলো অপবিত্রতা স্থগতি হওয়ার অপেক্ষা করা এবং পরিপূরণ পবিত্র হয়ে নামায় আদায় করা।

আর যদি হাদাছ (অপবিত্রতা) চলমান থাকে কিংবা নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্থগতি হওয়ার কোন অভ্যাস না থাকে; বরং চলমান থাকে, হঠাৎ করে যে কোন সময় আবর্তিত হয়, কোন নিয়ম মনে স্থগতি থাকে না: তাহলে কঐচ্ছতি পরমাণ নাপাকও বরে হলেও ডায়াপার পরুন, প্রত্যকে নামায়ের জন্য ওয়ু করুন এবং আপনি যে অবস্থায় আছেন সে অবস্থায় নামায় আদায় করুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।